R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
২য় সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৯ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।
২৪শে মে ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

বিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধে হাই কোর্টে মামলা

অসিত রায় : জঙ্গিপুর প্রাইভেট টিউটরস্ এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের রমরমিয়ে চলা বেআইনী গৃহ শিক্ষকতার বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে খবর। জানা যায়, আইনী ব্যবস্থা নেওয়ার আগে নাকি ঐ সংস্থা থেকে বাড়ালা, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ ইত্যাদি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের কাছে পাঠানো চিঠিতে তারা ঐ সব বিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষকের গৃহ শিক্ষকতা বন্ধ করার অনুরোধ জানান। উত্তরে বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের কোন কাজের আইনী ব্যবস্থা নেওয়ার অক্ষমতার কথা জানিয়ে দেন প্রধান শিক্ষকেরা। অথচ ২০০৫ সালের ২০ জানুয়ারীর কলকাতা গেজেটের ২২ (আই বি) নং ওয়েষ্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারী এডুকেশনের নোটিফিকেশনে (শেষ পৃষ্ঠায়)

চোরাই গাছের বখরা নিয়ে কাঞ্জিয়ায় বোমায় চারজন গ্রামবাসী আহত, ফরেষ্ট কর্মীসহ গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৭ মে সমসেরগঞ্জ থানার বাগমারী ফরেষ্ট বিভাগের কর্মচারী এরফান সেখ এলাকার সমাজবিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বনবিভাগের মূল্যবান গাছ কেটে রাতের অন্ধকারে পাচার করতেন। সম্প্রতি এলাকার অন্য সমাজ-বিরোধীদের সঙ্গে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে এরফান সেখের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটে। উভয় পক্ষের নিক্ষেপ করা দশটি বোমায় গুরুতর জখম হন নূতন মালঞ্চা কলোনীর বাসিন্দা লক্ষীমন বেওয়া (৬০), সাকিনা বিবি (৬২), আব্বাস সেখ (৩০) ও নাজির সেখ (২৮)। তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় ধুলিয়ানের তারাপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আধা সামরিক বাহিনী ও সমসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। আহত লক্ষীমন বেওয়ার পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের নামে সমসেরগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ এরফান সেখ ও মেজুল সেখ নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। বাকিরা ফেরার। তল্লাসি চলছে।

রঘুনাথগঞ্জ বাজারে মাছের আমদানি অভাবিতভাবে কমে যাওয়ায় অনেক আড়তদার সংকটের মুখে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ বাজারে কিছুদিন থেকে মাছের আকাল শুরু হয়েছে। যোগানের থেকে চাহিদা বেশী থাকায় দামেরও কোন ঠিক নেই। পাঁচ-ছশো ওজনের কাতলা বা রুই ৭০/৮০, ওর থেকে একটু বড় হলেই ৯০/১০০। আর দু'—আড়াই কেজি ওজনের মাছ কেটে বিক্রি হচ্ছে ১২০-৩০। ভাল জাতের ছোট মাছ ১৪০-৫০, চিংড়ি একটু বড় হলে ২৩০ থেকে ২৮০, গ্রামের মাগুরগুলো ১৬০-২০০, ডায়মন্ড বা কোলাঘাটের মাঝারি ওজনের ইলিশ বাজারে মাঝে মধ্যে এলেও ২৫০-৩০০। শুভ অনুষ্ঠানে আদর আপ্যায়নের জন্য অন্ধ্রের রুই কাতলা বর্তমানে বাজারের চাহিদা মতো আসছে না। এক মাছ ব্যবসায়ীর কথা—অন্ধ্র থেকে এক কেজি ওজনের রুই কাতলা ৪০-০০ টাকা কেজি কিনে এখানে ৪৫-০০ টাকার বেশী দাম পাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। অথচ বহরমপুরে এখানকার থেকে দর বেশী (শেষ পৃষ্ঠায়)

ইট ভাটার শ্রমিককে ধর্ষণ করে হত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের ব্রাহ্মণটুলি গ্রামের রূপালী ইট ভাটায় গত ১৯ মে রাতে জনৈকা মহিলা শ্রমিক লক্ষ্মী দাস (২৮) খুন হন। ঐ দিন রাতে লক্ষ্মী তাঁর ডেরা থেকে বেপাত্তা হয়ে যান। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার কোন সন্ধান করতে পারেননি সহকর্মীরা। পরদিন সকালে ইট ভাটার পাশের এক জঙ্গল থেকে গলায় ফাঁস লাগানো লক্ষ্মীর মৃতদেহ গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে পুলিশে খবর দেয়। লক্ষ্মীকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ জানায়। পুলিশের বড় কর্তারা একাধিকবার ঘটনাস্থলে তদন্তে গেলেও এখন পর্যন্ত হত্যার কোন কিনারা করতে পারেননি বা কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। উল্লেখ্য, গত '৯৪ সালে ঐ এলাকার সোনালী ইট ভাটায় এক আদিবাসী শ্রমিক ধর্ষিতা হন। পুলিশ ঐ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। এখনও সে মামলা চলছে বলে খবর।

সদ্য চালু পিচ রাস্তায় বড় বড় গর্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি বিদ্যুৎ প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে মির্জাপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে অনুপপুর জাতীয় সড়কের সংযোগস্থল পর্যন্ত রাস্তাটি পিচ করা হয়। মাস ৩/৪ আগে জনসাধারণের ব্যবহারে রাস্তাটি চালুও করা হয়। এর ফলে চলাচলে স্বাচ্ছন্দ্যও আসে। কিন্তু সম্প্রতি দু' তিন দিনের বৃষ্টিতে রাস্তার মাঝে মাঝে পিচ উঠে গিয়ে গর্তের আকার নিয়েছে। এছাড়া রাস্তার দু' দিকে জল নিকাশীর কোন ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টির জল বার হতে না পেরে দ্রুতভাবে রাস্তার সর্বনাশ করছে। এই প্রসঙ্গে মির্জাপুর গ্রামবাসীদের অভিযোগ, (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।

নজরুল স্মরণে

বাংলার প্রাণের কবি, চির তারুণ্যের উদ্‌গাতা, সামাজিক অন্যায়-অবিচার-কুসংস্কারে বিদ্রোহী যোদ্ধা, কোমল প্রেমের পসারী ও সাধকোত্তম ভক্তহৃদয়েরকবি কাজী নজরুল ইসলামের আগামী ১১ই জ্যৈষ্ঠ জন্মদিন পালিত হইবে। কঠোরে-কোমলে নানা বৈপরীত্যের এই 'বিস্ময়'-কে আমরা অন্তরের প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

কেহই ভাবিতে পারেন নাই যে, পরাধীন ভারতবর্ষের গ্রামবাংলার একটি অতি সাধারণ ঘরের সন্তান, যাঁহাকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করিতে রুটির দোকানে ময়দা ঠাসিবার কাজ লইয়া গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে হয়, যিনি অভাবের তাড়নায় একাধিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, যিনি দশম শ্রেণীতে পাঠকালে যুদ্ধে যোগদান করেন, সেই নজরুল উত্তরকালে বাংলার সাহিত্য-অঙ্গনে ধূমকেতুর মত কবি হিসাবে আবির্ভূত হইলেন। রবীন্দ্র প্রতিভার প্রাখর্যের মধ্যেও নজরুলের কবিপ্রতিভা স্তিমিত হয় নাই। 'বল বীর/চির উন্নত মম শির।'—আত্মমর্যাদাবোধের এই যে কবির উদাত্ত আহ্বান, তাহা তখনকার দিনের যুবসমাজকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। নৈরাশ্যপূর্ণ যুবমন যেন এক প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস লাভ করিল কবির বাণীতে—'তোমাতে জাগেন যে মহামানব, তাঁহারে জাগায়ে তোলো।' ·····'তুমি অমৃতের পুত্র অজেয়, নিজে ভগবান কহে' ·····'তুমি হতে পার কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামানুজ, শঙ্কর, / প্রতাপাদিত্য, শিবাজী, সিরাজ, রাণাপ্রতাপ, আকবর।' তাঁহার লেখনী অবিশ্রান্তভাবে সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। আবার তাহা চির তারুণ্যের জয়গানে মুখর হইয়া উঠিল। অপর পক্ষে প্রেমের কোমলতা ও রোমান্টিকতায় পরিপূর্ণ তাঁহার কবিমন অজস্র গানের মধ্য দিয়া বাংলা সাহিত্যের সঙ্গীত ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন সাহিত্যাকাশে প্রখর দীপ্তি ছড়াইতেছিল, তখন দুখু মিয়া (কবি নজরুলের ডাক নাম) আপন কাব্যিক বৈশিষ্ট্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইসলাম ধর্মের মর্মবাণী তাঁহার লেখায় যেমন প্রকাশিত, তেমনই হিন্দুধর্মের মধ্যেও তাঁহার বিচরণ এক বিস্ময়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল রসনা / রাধা রাধা বল', 'ওরে নীল যমুনার জল,/বল না আমায় বল,/ কোথায় ঘনশ্যাম।' প্রভৃতি সঙ্গীত পরম বৈষ্ণব সাধকের পদ। আবার 'বল রে জবা বল,/কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল।' 'মহাকালের কোলে বসে/গৌরী হল মহাকালী।' প্রভৃতি বিশিষ্ট শক্তি সাধকের সাধনগীতি নরনারীর হৃদয়ের যে প্রেমাবেগ, নজরুলের গানে তাহার অজস্র প্রকাশ। তাঁহার ঠুংরি ও গজল ঠাটের প্রেমবিষয়ক রাগাশ্রয়ী গানগুলি বিস্মৃত হইবার নয়। এই কারণে 'নজরুল গীতি' বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির বিশিষ্ট সম্পদ।

কবি নজরুল 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক ৺শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর)-কে অগ্রজতুল্য বিশেষ শ্রদ্ধায় 'দাদা' সম্বোধন করিতেন। সেই সুবাদে তিনি বর্তমান সম্পাদকের প্রয়াত অগ্রজের 'অরিন্দম' নামকরণ করিয়াছিলেন।

দাদাঠাকুর—১২৫

[গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজো]

১২৮৮ বঙ্গাব্দে দাদাঠাকুরের জন্ম। ১৪১৩তে তাঁর একশো পঁচিশ বছর পূর্তি হতে চলেছে। এ উপলক্ষে আমরা তাঁর কিছু লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা নিয়েছি। আজ তার প্রথম কিস্তি।

তোরা ঘরের পানে তাকা

ভাই বাঙ্গালী, আজ তোমরা এলাহাবাদে ডঙ্কা বাজাইতেছ, বাঁকিপুরে তূর্য্যনিনাদ তুলিতেছ, কলিকাতায় বক্তৃতার ভীম ভৈরব রবে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত করিতেছ; সবই করিতেছ। কিন্তু কি করিতেছ, একটু বুঝিয়া দেখিয়াছ কি? তোমাদের মধ্যে বহুতর ব্যক্তি সুশিক্ষিত আছেন, তোমাদের বক্তৃতায় অগ্নুদ্গম হইতে পারে, সব জানি। কিন্তু তোমরা একবার তোমাদের দিগন্ত প্রসারী দৃষ্টিকে একটু সংকুচিত করিয়া একবার তোমার নিজের ঘরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করত ভাই! তোমার গৃহশ্রী দ্বন্দ্বের কালিমায় মলিন হইয়া রহিয়াছে। তোমার মাঠ আজ শস্যশূন্য, তোমার বৃক্ষ আজ ফলশূন্য, তোমার তড়াগ আজ বারিবিহীন,—দুরদৃষ্টক্রমে পতিতপাবনী জাহ্নবীও আজি মরুভূমালিনী। তোমার সাধের পল্লী আজ ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। তোমার প্রতিবেশী আজ বরপণের করাল্ কবলে নিপতিত! তোমার এই সাধের গৃহখানির প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-বিরোধকলঙ্কিত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সভায় বক্তৃতা করিতে চলিলে; তথায় উচ্চ তানে মহৎ প্রাণে উদার হৃদয়ে বক্তৃতা দিয়া যশোমাল্য-বিভূষিত হইয়া আবার সেই গৃহেই, সেই দ্বন্দ্বের ক্রীড়াভূমিতে ক্রীড়নক হইলে। বেশ! তোমরা যেন থিয়েটারের সাবিত্রী। বারাঙ্গনা সাবিত্রীর অংশ অভিনয় করিয়া বক্তৃতায় দর্শক ও নেতৃবৃন্দকে কাঁদাইয়া, সতীত্বের পূর্ণমাত্রা প্রকটিত করিয়া বাড়ী গেল। বাড়ী গিয়া 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং।' তোমরা কি তদ্রূপ সাবিত্রীর অংশ অভিনয় করিতেছ না? এখন কথা এই, যাহাতে ঘরে গিয়াও সাবিত্রী হইয়া থাকিতে পার তাহাই কর। ঘর যে কলুষিত হইয়া রহিয়াছে সেটা যে—

"কফ ভরা রুমালের মত
বাইরে একটু আতর মাখা।"

প্রকাশকাল ঃ ১৩২৩

বামফ্রন্ট ছাড়া জিতবে কে?

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

সদ্য প্রকাশিত পশ্চিমবাংলার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে নানা বিশেষজ্ঞ নানা বিশ্লেষণ করছেন। দূরদর্শনের কিছু চ্যানেল এবং আমাদের দুর্ভাগা দেশের প্রায় ৯০ ভাগ দৈনিক সংবাদ পত্র দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে পক্ষপাতদুষ্ট। এরা আগে থেকেই প্রাপ্তিযোগের মওকায় থাকে এবং 'বেত্তসা' হয়ে গেলেই কাকে তুলবে আর কাকে ফেলবে তা ঠিক করে আসরে নেমে পড়ে। এবারো তাই হয়েছে। আমরা বিশেষজ্ঞ নই, অভিজ্ঞতাটুকুই যা সম্বল। তা থেকে বলা যায় রাজ্যে ৩৫% মতো ভোট নিয়ে ২৩৫টি আসনে জিতে আবার ক্ষমতায় ফিরেছে বামফ্রন্ট। এর জন্য কি কি ফ্যাক্টর কাজ করেছে তা নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে দেখলে সবাই দেখতে পাচ্ছেন ১) বামফ্রন্ট এর মত আশ্বস্ত আশ্রয়স্থল অন্য ফ্রন্টের বা জোটের কাছে বাম-বিরোধী মানুষ পায়নি। তারা আগে কিছুটা আশান্বিত হলেও প্রণব-বাবুরা কিছু মিডিয়ার সঙ্গে শেষ প্রদীপ নিভিয়ে দিতে বাতাস জুগিয়েছিলেন। দিল্লীর গদী বাঁচাতে এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন রাস্তা ওদের কাছে ছিল না। বুদ্ধবাবুর প্রথম সম্বর্ধনা এসেছে দিল্লীর পার্টি দপ্তর থেকে, তার পরে মনমোহন সিং ও সোনিয়া গান্ধীর কাছ থেকে। 'ধর্ম-নিরপেক্ষ শক্তির জয়—ইউ, পি, এ, সরকারের জয়' বলে তারা এই কম্যুনিষ্ট-দের জয়কে ব্যাখ্যা করেছেন। ২) কেরলের মতো একই সংখ্যালঘু তাস খেলেছে সি. পি. এম. এ রাজ্যে। (৩য় পাতায়)

আবৃত্তি উৎসব ২০০৬ এবং রবীন্দ্রজয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জের রবীন্দ্রভবন মঞ্চে গত ৬ থেকে ৮ মে ছিল স্থানীয় সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় আনন্দধারার তৃতীয় আবৃত্তি উৎসবের নিবেদন। সঙ্গে ছিল ৯ মে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপনকুমার দাস, উদ্বোধক অধ্যাপক ডঃ অসীম মন্ডল, প্রধান অতিথি আনন্দধারার প্রতিষ্ঠাতা অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অমিতাভ ভট্টাচার্য্য। তাঁরা আলোচনা এবং মতামতের মধ্যে শিল্প সমৃদ্ধ আবৃত্তি সংস্কৃতিকে মনন ও হৃদয় দিয়ে ধারাবাহিক চর্চার প্রয়োজনীয়তার আহ্বান জানান। আবৃত্তি উৎসবের এই মহতী প্রচেষ্টা শিল্প সমৃদ্ধ আবৃত্তি চর্চার সোপান হয়ে উঠবে। আনন্দধারা তাদের এই উৎসবের মধ্যে ছোট ছোট শিল্পীদের দিয়ে অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যময় যে মালা গেঁথেছেন তা এক কথায় অনবদ্য। জয় গোস্বামীর কাহিনী অবলম্বনে জয়ন্ত ও আর্তি চৌধুরী পরিবেশিত শ্রুতি-নাটক 'যেখানে মল্লার নামে' মনে রাখার মত। আবহ সংগীতও ছিল যথাযথ। তুরস্কের কবি নাজিম হেকমত। কারান্তরালের আঁধার জগতে বসে স্ত্রীকে লেখা চিঠির বক্তব্য তুলে ধরেছেন স্মরণ দত্ত তাঁর আবৃত্তি পরিবেশনায়। ভোলার অবকাশ নেই বিভিন্ন কবিতার সংমিশ্রণে নতুন আঙ্গিকে পরিবেশিত 'কোলাজ' এর উপস্থাপনা আবৃত্তির মধ্যে। কলকাতা থেকে আসা কিংশুক রায় চৌধুরীর ছন্দ বৈচিত্র্যে মালা কন্ঠের দোলা মনকে নাড়া দেয়। আনন্দধারার সুচিন্তিত ভাবনার পরিচায়ক। নির্বাচনের বৈচিত্র্যের জন্যে তাদের সামগ্রিক উপস্থাপনা কোন সময়েই দর্শকদের একঘেয়েমির কারণ হয়ে দাঁড়াইনি। সঞ্চালকদের অনুষ্ঠানপোযোগী উপস্থাপনা যথাযথ। সামগ্রিকভাবে উপস্থাপনায় কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি, স্বরক্ষেপণে অসংগতি বা জড়তা চোখে পড়ে। আরও বেশী অনুশীলনের প্রয়োজন ছিল। তবুও প্রত্যেকদিনের অনুষ্ঠানে সংস্কৃতিবোধসম্পন্ন দর্শকদের উপস্থিতি মনে করিয়ে দেয় সংস্কৃতি চর্চার মানসিকতা এখনও অতীতের স্মৃতি হয়ে যায়নি।

শিশু স্বাস্থ্য সচেতনতা আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি সুতী ১ এবং সুতী ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ্ বোর্ডের উদ্যোগে স্থানীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় শিশু স্বাস্থ্য সচেতনতা, নিয়মিত পালস্ পোলিও টীকাকরণ ও টীকা খাওয়ানো সম্বন্ধে আলোচনা সভা। মুসলিম পরিবারগুলির মধ্যে বিশেষ করে শিশুদের পোলিওতে আক্রান্ত হওয়ার সমস্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। আলোচনা হয় মসজিদ ও কবরস্থানগুলির যথাযথ রক্ষণা-বেক্ষণে ওয়াকফ্ কমিটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা। সোসাল মোবিলেসেসন অফিসার সুশোভন দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদ্বয় এবং মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অমিতাভ ভট্টাচার্য্য ও ইউনিসেফের পক্ষ থেকে সৌমেন ধর প্রমুখ ব্যক্তি-বর্গের আলোচনা থেকে জানা যায় যে পোলিও টীকা খাওয়ানো ধর্মীয় সংস্কারের কোন বাধা হয়ে না দাঁড়ালেও অশিক্ষাই যে তার একমাত্র কারণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পাত্র চাই

বৈষ্ণব, বয়স ২২, উচ্চতা ৫'২", অতি সুন্দরী, ফর্সা অবস্থা-সম্পন্ন ঘরের একমাত্র কন্যা। সংস্কৃতে এম, এ পাঠরতা। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক, সরকারী উচ্চপদে চাকুরিরত ফর্সা সুদর্শন স্মার্ট পাত্র কাম্য। সবর্ণ বা উচ্চ অসবর্ণ চলিবে। স্থানীয় অগ্রগণ্য। ফোন ঃ (০৩৪৮৩) ২৬৬২০৮/২৬৬৮১৩

বামফ্রন্ট ছাড়া জিতবে কে? (২য় পৃষ্ঠার পর)

কেরলের কুখ্যাত সিপিএম নেতা পাল্লোলি মহঃ কুট্টি জেলখানায় প্রকাশ কারাতের সঙ্গে বাসর সাজিয়ে দিয়েছিলেন বিধ্বংস লাদেনের অনুগামী মাদানীর। ফলে মুসলীম লীগ গোহারা হয়েছে আর সিপিএম সরকারে এসেছে। বন্যার মত ভোট দিয়েছে সংখ্যালঘুরা। একইভাবে মাদ্রাসা নিয়ে নমনীয় মনোভাব (দেশের নিরাপত্তা যতই ক্ষুণ্ণ করুক না কেন) সীমান্ত জেলাগুলিতে গত ৬/৭ মাস ধরে প্রচুর বাংলাদেশী মুসলমান-দেরকে সমস্ত থানার পুলিশকে লেলিয়ে দিয়ে পরে পরিত্রাতার ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করে এবং ইরাক ও ইরান নিয়ে মার্কিন বিরোধী মষলাদার বক্তব্য রেখে সংখ্যালঘুদের হৃদয় জয় করে নিতে সিপিএম-এর দেরী হয়নি। কেন্দ্রে কংগ্রেস যখন সেনাবাহিনীতে কত সংখ্যক মুসলমান আছে জানার নির্দেশ দিয়ে ঘরে বাইরে তীব্র বাধার মোকাবিলা করছে, ঠিক তার আগে বিধানসভার কথা মাথায় রেখে ও বিহারে কমিশনের দমদম দাওয়ায় থেকে এ রাজ্যে প্রচুর সত্যি মিথ্যার এক প্যাকেজ শুধু মুসলমানদের জন্য ঘোষণা করে দিয়েছিল সিপিএম সরকার, যার অনেকটাই আমরা এখনো জানিনা এবং সমস্ত রাজ্য দপ্তরে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা জানার নির্দেশ এসেছে। সে কাজ চলছে। কিন্তু প্রায় সমস্ত মুসলমান মহল্লায় সে সব সুখবর ভোটের আগে চলে এসেছিল যেভাবেই হোক। এখানে তোষণ দৌড়ে হেরে যায় কংগ্রেস। এর ফলে এবার ব্যাপক মুসলীম ভোট এ রাজ্যের চেহারা ও হিসাব তছনছ করে দিয়েছে। (৩) ক্ষোভ, হতাশা আর তীব্র অভিমান কংগ্রেস-বিজেপি-তৃণমূলের ঘরে বৈশাখী ঝাপটা মেরেছে। অন্ততঃ ৫% ভোট বিরোধীদের দিয়েছেন এরা। (৪) অন্ততঃ ১০০ সিটে মহাজোট হলে অনায়াসে বাম বিরোধীরা জিততেন। এটা বুঝতে পেরেই মনমোহন, সোনিয়া প্রকাশ কারাতরা জ্যাকপট প্রণববাবুকে শেষ বেলায় মাঠে নামিয়ে দিয়েছিলেন। (৫) এন-ডি-এ-র সঙ্গে থাকার জন্যে তৃণমূলকে ২/১টি কেন্দ্র ছাড়া মুসলমানরা এবার ভোট দেয়নি। অনেক জায়গায় ভোট সুবিধা নেবার জন্যে শাসক দলে চলে গিয়েছে। (৬) তৃণমূলের অহেতুক জেদ আর ফালতু হিসেব বিজেপির ফুলও ফুটতে দিলনা। কৃষ্ণগঞ্জে জুলুবাবু এবং এই রকম আরো ২/৩টি সিটে বিজেপি পাস করতে পারতো। (৭) কিছু জায়গা ছাড়া তৃণমূলের সংগঠন নাই। বিজেপির বাজনা যত তার এক আনা সংগঠন এ রাজ্যে নাই। রাজ্যের অধিকাংশ নেতাই এ বিষয়টা নিয়ে বাস্তব ও লাগাতার পদক্ষেপ নেন না। তপন শিকদার তীব্র বিরোধীতা করেছেন। সব জায়গায় তৃণমূলরা বিজেপির ভোট পেয়েছে কিন্তু দুঃখের কথা ওরা অনেক জায়গায় বিজেপিকে ভোট দেয়নি। সিপিএম সর্বস্তরে সারা বছর সংগঠন করে, জনসংযোগ রাখে, মানুষ না চায়লেও পাড়ায় ওদেরকেই পায়, বাড়ীর দরজায় ৫/৭ বার ওরা কড়া নাড়ে। অন্যদের পাত্তা নাই সারাটা বছর। (৮) সুবিধাবাদী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। আদর্শ নীতির বালাই নাই। রাষ্ট্র-কল্যাণের চিন্তা নাই। পাইয়ে দিয়ে লুটিয়ে দিয়ে মালিক শ্রমিক, চোর, সাহিত্যিক সবার ভোটই যে পাওয়া যায় সাড়ে তিন দশকে তাইতো প্রমাণিত। তাই বামেদের এ জয় বিরোধীদের অক্ষমতার জয়। সাচ্চা কংগ্রেসী ও অকম্যুনিষ্টরা যতদিন এটা না বুঝছে ততদিন (আরো ৫০/১০০ বছরও হতে পারে) বামফ্রন্টই ক্ষমতাই থাকবে, যদি তারা গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে না পড়ে। দূর হতে প্রতিটি লোকসভা বিধানসভা পঞ্চায়েতের ফলাফলের পর এদের এই হাহুতাশ কান্না ছাড়া দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ নেই। কেননা এ কান্নাই তাদের নেতাদের হাসির উৎস এবং এই পথেই হয়ত কংগ্রেসের পুনরায় ভাঙ্গন ত্বরান্বিত হচ্ছে। তথাগত বা মমতা এইভাবে অহল্যার প্রতীক্ষায় থাকা ছাড়া অন্য উপায় দেখা যাচ্ছে না।

দশ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেসীরা আজও ঘর ছাড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পুরসভার দশ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেসশাসিত এলাকায় এবার বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম বেশী ভোট পায়। এই নিয়ে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে গন্ডগোলে পাঁচজন জখম হয়। বেশ কিছু বোমা পড়ে। পুলিশ এলাকার শান্তি বজায় রাখতে গিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার চালায়। অভিযোগ, পুলিশ একতরফাভাবে কংগ্রেস সমর্থকদের বাড়ী ঘর ভাঙচুর করছে, অযথা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এলাকার কাউন্সিলার ইন্তেখাব আলম ও সর্দার মজুদ সেখসহ বহু কংগ্রেসী ঘর ছাড়া। পুলিশের এই পক্ষপাতিত্বপূর্ণ আচরণের প্রতিবাদে গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যান্ডে এক ধিক্কার সভাও হয়।

পিচ রাস্তায় বড় বড় গর্ত (১ম পৃষ্ঠার পর)

পিচ রাস্তা তৈরীর সময় রাস্তার ধারের পুরোনো জলনিকাশী ড্রেনটি সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে যায়। একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তার জল গড়িয়ে এসে লোকের বাড়ীতে বা দোকানে ঢুকে পড়ছে। জল-নিকাশীর দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে সাগরদীঘি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশনও দেয়া হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন হেলদোল নেই।

আড়তদার সংকটের মুখে (১ম পৃষ্ঠার পর)

পাচ্ছেন ওরা। তাই এতদূর না এসে বহরমপুরে মাছ বিক্রী করে চলে যাচ্ছেন বেশীর ভাগ ব্যবসায়ী। একইভাবে ডায়মন্ডের ইলিশও দাম বেশী পেয়ে বহরমপুরে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সঙ্গে জল চুক্তির কল্যাণে বর্তমানে গঙ্গায় জল থাকছে না। যার ফলে ইলিশ সমেত সব মাছেরই উৎপন্ন হ্রাস পাচ্ছে। এর সঙ্গে বহু দীঘি-পুকুরের জল শুকিয়ে যাওয়ায় গ্রামগুলো থেকেও বর্তমানে মাছের আমদানি প্রায় বন্ধ। অল্প জলে মাছ চুরিও হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রঘুনাথগঞ্জ তহবাজার মাছের আড়তের ১২-১৩ জন আড়তদারের মধ্যে ৫-৬ জন তাঁদের ব্যবসা গুটিয়ে নেবার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছেন।

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের বিয়ের কার্ড পছন্দ
করে নিতে সরাসরি
চলে আসুন।
॥ কার্ডস ফেয়ার ॥
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

জায়গা বিক্রী
রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের নতুন বিল্ডিং-এর পশ্চিমে বসত বাড়ী এবং ব্যবসা উপযোগী জায়গা বিক্রী আছে।
যোগাযোগের ঠিকানা—
বামাচরণ চ্যাটার্জী
রঘুনাথগঞ্জ, ফোন ঃ ২৬৬৫১৪

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম ডত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

হাই কোর্টে মামলা (১ম পৃষ্ঠার পর)

এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে পরিষ্কার নির্দেশনামা রয়েছে। সেখানে ৮নং অনুচ্ছেদে বলা আছে কোন শিক্ষকই ব্যক্তিগত স্বার্থে গৃহ শিক্ষকতা করতে পারবেন না। কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ উন্নতির প্রয়োজনে শিক্ষকরা কোচ দিতে পারেন। এর অন্যথা হলে ২৭নং অনুচ্ছেদে রয়েছে শাস্তিমূলক আইনী ব্যবস্থা জরিমানা বা অর্থদন্ড। এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে অগ্নিমিত্র ব্যানার্জী এবং অন্যান্যরা সংবিধানের ২২৬নং ধারায় এই মামলা দায়ের করেন গত ১৭ মে '০৬। রিট পিটিশন নং ১২৬৭৭ (ডব্লু) ২০০৬। জাস্টিস প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চে আগামী ৫ জুন '০৬ শুনানীর দিন ধার্য্য হয়েছে বলে জানালেন এ্যাসোসিয়েশনের নিযুক্ত আইনজীবী অরিন্দম চ্যাটার্জী। আপাততঃ বাড়ালা, জঙ্গিপুর এবং রঘুনাথগঞ্জের মধ্যে এই কর্মপদ্ধতি সীমাবদ্ধ থাকলেও প্রয়োজনে রাজ্যস্তরেও শিক্ষিত বেকার যুবকদের এই সংগ্রামে সামিল করা হবে। অন্যদিকে এই পরিস্থিতিতে বহু স্কুল শিক্ষক তাঁদের গৃহ শিক্ষকতার জন্য আশংকা এবং দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কয়েকজন ছাত্রের সংগে কথা বলে জানা গেলো অনেক শিক্ষক গৃহ শিক্ষকতা বন্ধের ব্যাপারেও নাকি চিন্তা ভাবনা করছেন। জঙ্গিপুর প্রাইভেট টিউটরস এ্যাসোসিয়েশন সূত্রে আরও জানা যায়, রাজ্য, জেলা, শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত বিভাগে এমনকি মহকুমা শাসককেও নোটীশ পাঠানো হয়েছে। নোটীশ গিয়েছে বিদ্যালয়ের প্রধান এবং ঐ সব বিদ্যালয়ের কর্মরত বেশ কিছু শিক্ষকের ব্যক্তিগত নামেও। যার মধ্যে আছেন জঙ্গিপুর বিদ্যালয়ের রসায়নের শিক্ষক কৃষ্ণকিংকর গাস্তীরা, পদার্থ বিদ্যার মইনুল হক। রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যালয়ের ভূগোল শিক্ষক নির্মলবরণ রায়, অংকের মহাদেব ভান্ডারী এবং বাংলার পূর্ণেন্দু সরকার। বায়োলজী শিক্ষক গোলাম আম্বিয়া এবং অংকের সেখ কাজেম আলি রয়েছেন সেই তালিকায়। এরা দুজনেই বাড়ালা বিদ্যালয়ে কর্মরত। যথাযথ কার্যক্রম পাওয়ার আশায় ভিজিলেন্স দপ্তরও এই নোটীশের আওতার বাইরে থাকেনি। তাই উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করার পরেই প্রচার মাধ্যম থেকে গত ১৮ মে এখানকার অভিযুক্ত কয়েকজন শিক্ষকের ডেরায় হানা দিয়ে ছাত্রদের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সেটা প্রচারও করা হয়। এই প্রসঙ্গে জনৈক অভিভাবকের মতামত জানতে চাইলে তিনি পরিষ্কার বলেন, 'শিক্ষিত বেকারদের প্রতি সহানুভূতি নিয়েই বলছি—স্কুলের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কাছে ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট পড়তে দিয়ে আমরা যতটা নিশ্চিন্ত, একজন অনভিজ্ঞ শিক্ষিত বেকারের কাছে ততটা ভরসা কোন দিনই করা যাবে না। প্রথম কথা একজন স্কুল শিক্ষকের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় একটা দুরূহ বিষয়কে সহজভাবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বোঝানোর যে দক্ষতা রয়েছে সেটা কি এদের পক্ষে সম্ভব? নোট সর্বস্ব ব্যবসাভিত্তিক একটা মানসিকতা সব সময় ওদের মধ্যে কাজ করছে। যার জন্য স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে প্রাইভেট টিউশনির প্রতিযোগিতায় নেমেছেন শিক্ষিত বেকার যুবকরা। সেখানেও তাদের সময়ের লক্ষণ রেখা টানা। কেননা বাইরে আর এক দল অপেক্ষা করছে। অল্প পরিশ্রমে বেশী রোজগার তাদেরও তো লক্ষ্য। তবে স্কুল শিক্ষকদের নীতি বিরুদ্ধ কাজকেও সমর্থন করছি না। কিন্তু শুধুমাত্র নির্বাচিত কিছু প্রশ্নের তৈরী নোট দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা পাশে সাহায্য করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে যথার্থ শিক্ষালাভ হয় কি?